চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় পতাকা উত্তোলন, র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ প্রাঙ্গণে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধ্বংস করার পায়তারা শুরু হয়েছে।

রাতারাতি বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করছে, এমন নেতাকর্মী আমাদের দরকার নেই। যদি আমার একজন বিএনপি কর্মী থাকে এটাই যথেষ্ট। আগামী দিনে সকল ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

দল কারো বাপের সম্পত্তি নয়। আপনি দলের জন্য পরিশ্রম করবেন, তারপর আপনি দলের হবেন। নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। দীর্ঘদিন যারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, সেই নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবর্তন না ঘটালে, যেই অবস্থায় আমরা আছি, সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবেনা।

আপনারা যারা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান হতে চান, তারা ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন। মাঠ পর্যায় থেকে যাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে, জেলা থেকেও তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শরীফুজ্জামান শরীফ আরো বলেন, দিনে বিএনপি, রাত্রে আওয়ামী লীগ, এই ধরনের নেতাদেরকে চিহ্নিত করুন। তাদেরকে বার্তা পৌঁছে দিন, তাদের পরিহার করা হবে। তাদের বিএনপিতে ঠাঁই নাই। আপনারা সতর্ক

হয়ে যান। বিএনপি কারো বাপ দাদার সম্পত্তি নয়।

কাগজে নেতা হয়ে লাভ নেই। শহীদ জিয়ার আদর্শের হতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোঃ রাজিব খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, আহবায়ক কমিটির সদস্য ও মহিলা দলের নেত্রী জাহানারা বেগম,

জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদ হাসান পল্টু, সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস প্রমুখ।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষির্কী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে “যুব ও নির্যাতিত জনতার শৃঙ্খলমুক্তির অঙ্গীকার, রুখবে এবার স্বৈরাচার” এই শ্লোগানে যুব-জনতার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক কাওছার আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, শেখ সাঈদ আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো (গাংনী), সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ (মুজিবনগর), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আঃ রহিম, আঃ আওয়াল, আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদরুদ্দিন বিশ্বাস, সদর উপজেলা সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

অনান্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌল বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, বিএনপি নেতা সামসুল আলম, জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, সদস্য সচিব কামরুজ্জামান বিপ্লব, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মোঃ হাসান আলী, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আঃ মালেক চপল, সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুর কমিশনার ও সদস্য সচিব এনামুল কমিশনার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তোফায়েল আহমদে, সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু জেলা বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কালিয়ায় ছাত্রলীগের দু’পক্ষের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের পালাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশ ডাকায় সংঘাত এড়াতে পৌরশহরে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

এর আগে নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ কালিয়া উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের ২টি

কমিটি গঠন করলে তার বিপরীতে পদবঞ্চিতরা উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ আট বছর পর গত ২২ অক্টোবর নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ উপজেলায় এফ এম সোহাগকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম পান্নুকে সাধারণ সম্পাদক এবং এমএম তানবীরুল ইসলামকে সভাপতি ও প্রশান্ত কুমার দাশকে সাধারন সম্পাদক করে কালিয়া পৌর ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি গঠনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে পদবঞ্চিতরা।

পরদিন ২৩ অক্টোবর তারা জেলা ছাত্রলীগের গঠন করা কমিটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে পৌরশহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসময় ইয়ামিন বিশ্বাসকে সভাপতি ও মহিবুল হক অনিককে সাধারণ সম্পাদক করে উপজেলা এবং নিয়ামত হোসেনকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম হৃদয়কে সাধারণ সম্পাদক করে পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

পরে নিজ নিজ গ্রুপের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানাতে উভয় পক্ষ মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় পাল্টাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেয়। এতে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাই সংঘাত এড়াতে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কালিয়া পৌরশহরে সকল ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিলসহ অস্ত্র গোলাবারুদ বহন নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

কালিয়ার ইউএনও মো. নাজমুল হুদা বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ একই সময়ে পৌরশহরে মিছিল ও সমাবেশ আহ্বান করায় সংঘাত এড়াতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে শতাধিক বিএনপি কর্মীর আওয়ামী লীগে যোগদান

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা ইউপির দামোদরপুর গ্রামের শতাধিক বিএনপি কর্মী আওয়ামী লীগে যোগদান করেছে।

রবিবার রাতে এক আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা ঝিনাইদহ চার আসনের সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার এর হাতে ফুল দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। যোগদান কারীদের ভিতর অন্যতম ছিলেন দামেদরপুর ৮ নং ওয়ার্ডের মজিদ সরদার, চৌধুরী মিয়া, দেলোয়ার চৌধুরী, মোতালেব মিয়া, আতিয়ার রহমান, সবুজ হোসেন প্রমুখ।

এসময় অতিথিরা তাদের সাদরে আওয়ামী লীগে বরণ করে নেন, অতীত দ্বন্দ্ব ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা। যোগদানকৃত কর্মীরা আনোয়ারুল আজীম আনারকে “উন্নয়নের দার্শনিক রাজা ” উপাধি দিয়ে বাহবা দেন।

শৈলকুপায় বিএনপির দু’গ্রুপের উত্তেজনা, পুলিশ মোতায়েন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের কমিটি গঠন নিয়ে দু’গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল দুপুরে জেলা কমিটি ও শৈলকুপা উপজেলার নেতাদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল জেলা বিএনপির কার্যালয়ে। তবে বিবাদমান গ্রুপ গুলো শতশত কর্মী- সমর্থক সহ মারমুখি অবস্থান নিয়ে ঝিনাইদহে জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হলে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এসময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় দলটির জেলা কার্যালয়ের সামনে। এক পর্যায়ে পুলিশ হটিয়ে দেয় কর্মী-সমর্থকদের। পণ্ড হয়ে যায় বৈঠক। দলটির কেন্দ্রীয় বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এড. আসাদুজ্জামান আসাদ ও সাবেক এমপি আব্দুল ওহাবের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এ বিরোধ চলছে।

বৈঠকের জন্য শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহবায়ক আবুল হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল হাসান খান দিপু, কেন্দ্রীয় নেতা

ওসমান আলী, মিজানু রহমান বাবলু, শৈলকুপা পৌর আহবায়ক আবু তালেব, মনিরুজ্জামান হিটু, হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, সেলিম রেজা ঠান্ডু, রফিকুল ইসলাম, সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, অনুমতি ছাড়া বিএনপির বিবাদমান গ্রুপগুলো বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জড়ো করায় হানাহানির আশঙ্কা দেখা দিলে তাদের হটিয়ে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত শৈলকুপা উপজেলায় বিএনপির থানা, পৌর ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম বিরোধ তৈরী হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে দলটির ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বিভিন্ন দল থেকে আসা নতুনদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে।

সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব জানান, বিএনপির কাছে অগ্রহণ যোগ্য সদ্য ঘোষিত কমিটি বাতিলের দাবিতে শতশত কর্মী নিয়ে ‘হটাও জাসদ, বাঁচাও বিএনপি’ শ্লোগানে তারা আন্দোলনে নেমেছে। এসব কমিটি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির নেতা-কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

এর আগে কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান খান দিপু প্রমুখ নেতা ঐকবদ্ধ হয়ে বৈঠক করেন। তারা শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহব্বায়ক কমিটিগুলো বাতিলের দাবি জানান।

র্যাব হেফাজতে সেলিমপুত্র ইরফান

নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ আহমেদ খানকে মারধরের ঘটনায় মামলায় সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে ইরফান সেলিমকে হেফাজতে নিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে পুরান ঢাকার চকবাজারের ৩০ নম্বর

দেবিদাসঘাট লেনে হাজী সেলিমের পৈতৃক বাড়িতে অভিযান শুরু করে র্যাব ও ডিবি। এরপর ইরফানকে হেফাজতে নেয় র্যাব।

ইরফান সেলিম নিজেও একজন জনপ্রতিনিধি; ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি।

র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘সোয়ারিঘাট এলাকায় হাজী সেলিমের একটি বাড়ি আছে, সেটা ঘেরাও করে র্যাব সদস্যরা অভিযান চালাচ্ছে।

র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) কর্নেল তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার বলেন, আমাদের টিমের সদস্যরা হাজী সেলিমের ছেলেকে হেফাজতে নিয়েছে।

চকবাজার থানার ওসি মওদুদ হাওলাদার যুগান্তরকে বলেন, হাজী সেলিমের বাসায় র্যাব ও ডিবির যৌথ অভিযান চলছে। র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম আসার পর তল্লাশি করা হবে। এরপর ইরফান সেলিমকে গ্রেফতার করা হবে কিনা সিদ্ধান্ত হবে।

আমাদের পুরান ঢাকার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চকবাজারের যে বাসায় র্যাব অভিযান চালাচ্ছে সেটি হাজী সেলিমের পৈতৃক বাড়ি। অভিযানে র্যাবের ৪০০-৫০০ সদস্য অংশ নিয়েছেন। ওই এলাকায় কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর ধানমণ্ডিতে কলাবাগান ক্রসিংয়ের কাছে হাজী সেলিমের গাড়ি থেকে নেমে লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফকে মারধরের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরদিন সোমবার ধানমণ্ডি থানায় একটি মামলা করেন ওয়াসিফ।

মামলায় হাজী সেলিমের ছেলে ইরফান সেলিম, প্রোটকল অফিসার এবি সিদ্দিক দিপু, মোহাম্মদ জাহিদ ও মিজানুর রহমানের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয় আরও তিনজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার পর হাজী সেলিমের গাড়িচালক মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ রোববার রাত পৌনে ৮টার দিকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে কলাবাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে সংসদ সদস্যের স্টিকার

লাগানো একটি কালো রঙের ল্যান্ড রোভার গাড়ি (ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৫৭৩৬) পেছন থেকে তার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।

ওয়াসিফ ও তার স্ত্রী ধাক্কা সামলে মোটরসাইকেল থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওই গাড়ি থেকে জাহিদ, দিপু এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও দুই-তিনজন ‘অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ’ করতে করতে নেমে আসে এবং ‘মারধর’ শুরু করে। তারা লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ ও তার স্ত্রীকে ‘উঠিয়ে নেয়ার এবং হত্যার’ হুমকি দেয় বলেও মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

পরে ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হলে সংসদ সদস্যের গাড়ি ফেলে মারধরকারীরা পালিয়ে যান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এমপির গাড়ি ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তার মোটরসাইকেল ধানমণ্ডি থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে এই ঘটনার পর মোবাইল ফোনে একটি ভিডিও ধারণ করেছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। এরই মধ্যে ভিডিওটি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, আহত নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিজেকে লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ বলে পরিচয় দিয়ে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন।

নৌবাহিনীর এই কর্মকর্তাকে রক্তাক্ত মুখে বলতে শোনা যায়, তিনি পরিচয় দেয়ার পরও তাকে মারধর করা হয়েছে, তার স্ত্রীর গায়েও ‘হাত দিয়েছে’।

এ বিষয়ে ধানমণ্ডি থানার ওসি ইকরাম আলী মিয়া বলেন, ওই গাড়িটি সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের। ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না। তার ছেলে ইরফান সেলিম, নিরাপত্তারক্ষীসহ ৫-৬ ছিলেন। এ ঘটনায় এরফান সেলিমকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা করেছেন লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ।

1
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button

আওয়ামী লীগের দূরত্ব বাড়ছে ১৪ দলের সঙ্গে

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে দলটির নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের। আওয়ামী লীগ শরিক দলগুলোকে বিরোধী দলের ভূমিকায় দেখতে চাইলেও তাতে রাজি হয়নি তারা। এরপর থেকেই ‘একলা চলো নীতি’তে হাঁটছে আওয়ামী লীগ। সে কারণে আওয়ামী লীগের নানা কর্মকান্ডের সমালোচনা করছেন শরিক দলের নেতারা।

জোট সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোট গঠিত হয় ২০০৪ সালে। এরপর তারা বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং পর পর গত তিনটি নির্বাচন একসঙ্গে করেছে। এর মধ্যে প্রথম দুই সরকারের মন্ত্রিসভায় শরিক দলগুলোর একাধিক নেতাকে মন্ত্রী করা হলেও এবারের মন্ত্রিসভায় তাদের কাউকে রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে জানা গেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতি সামাজিক নানামুখী যে সমস্যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলই বলে মনে করছেন জোট নেতারা।

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে যেসব সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে তা মূলত ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলশ্রুতিতে ঘটনাগুলো জন্ম নিচ্ছে। করোনার মহাসংকটকালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে হাল, তা সামাল দেওয়ার মতো রাজনৈতিক মিত্রকে পাশে রাখেনি আওয়ামী লীগ। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি অনুপস্থিতির কারণে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কিংবা অশুভ শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পাঁয়তারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আওয়ামী লীগকেই ঠিক করতে হবে তারা কোন পথে এগোবে।’

শরিক জোটের নেতারা মনে করছেন, একচেটিয়া বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ নিজেই শরিকদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে। বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনার কিছু নেই। বিএনপি যে পরিস্থিতিতে পড়েছে তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের হিমশিম খেতে হবে। তাই শরিকদের পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই।

শরিক জোটের একাধিক নেতা জানান, শুধু সংসদ নির্বাচনই নয়, যে

কোনো নির্বাচন জোটগত হওয়া প্রয়োজন। তৃণমূলে যেসব জায়গায় জোটের অন্য দলের শক্তিশালী প্রার্থী আছে তা তাদেরকে ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতীতে কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোট শরিকদের ছাড় দেওয়ার নজির নেই। সেসব কারণে তৃণমূলে জোটের শরিকরা ক্ষুব্ধ। আগামী ডিসেম্বর থেকে পৌরসভা নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে জোটগত প্রার্থী দিতে চায় আওয়ামী লীগের শরিকরা। তবে আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও মনে করেন জোটের একাধিক নেতা।

১৪-দলের একাধিক নেতা এও জানান, শরিকদের কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার আশা এখনো ছাড়েননি। তাই তারা চুপচাপ আছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথাবার্তা বলে সরকারের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না তারা।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘যে সময় ১৪-দলীয় জোট গঠন করা হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল যুগপৎ আন্দোলন, সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠন একসঙ্গে হবে। অতীতে আমরা তাই করেছি। সে কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আগামীতে যেসব স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে যাচ্ছে বা হবে সেগুলো নিয়েও কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর মানে এই নয় যে, আওয়ামী লীগ ‘একলা চলো নীতি’ বা জোট শরিকরাও ‘একলা চলো’ নীতিতে চলছে। সেক্ষেত্রে ১৪-দলের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী না থাকলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়। আর জোটের প্রার্থী থাকলে তারা আলাদা নির্বাচন করে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেন, ১৪-দলীয় জোটের ফ্যাংশন বলতে কিছু নেই। আওয়ামী লীগ একচ্ছত্রভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এখন নানা সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। আমরা এগুলো সাপোর্ট করি না। সরকার দুর্নীতি বন্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেটাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাদের ছত্রছায়ায় বড় বড় দুর্নীতি-পুকুর চুরি হলো, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জানি না, সরকার এখন ১৪ দল নিয়ে কী ভাবছে? আমরা এখন নিজ দল নিয়ে ভাবছি। কীভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায়, সেগুলো চিন্তা করছি।’

ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ২৩ দফার ভিত্তিতে ১৪-দল গঠিত হয়েছিল। সেই ২৩ দফা ধরে নির্বাচন, সরকার

গঠন, যুগপৎ আন্দোলন সবকিছু হবে। এখন ১৪ দলের সে ভূমিকা নেই। সমাজে অন্যায় অবিচার-ব্যভিচার বাড়ছে। অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ১৪-দলের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পারছি না। না পারার ফলে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৪-দল যদি জোটগতভাবে ভূমিকা না রাখতে পারে তাহলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। জানি না, এগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগ কী ভাবছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জোটের দুই নেতা জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে ১৪-দল। বিরোধী দলের ভূমিকায় একাধিক দলকে সক্রিয় রেখে বিএনপিকে আরও চাপে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ।
বিডি প্রতিদিন

জনগণের সুখেই আমি সুখি- সোহেল আহমেদ

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহমেদ।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক পলাশ আহম্মেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদি?

সোহেল আহমেদ: আমি শতভাগ আশাবাদি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার

বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমার জেলা আওয়ামী লীগ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সকলে আমাকে সমর্থন করবেন। তাছাড়া জনগণের আশা আকাঙ্খা পুরণ করার সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি তাই জনগণের মুল্যায়নে গেলেও আমিই নোমেনেশন পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

সোহেল আহমেদ: আমি এই চেয়ারে বসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই ইউনিয়নের সকল মানুষকে আমি পরিবারের মত চোখে দেখি। এদের সুখ দু:খ নিয়েই আমার সুখ-দুঃখ, তাই প্রতিটি সময় মানুষের দৌড় গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প তার পরেও ১০০% আশা সবার পূরণ না করতে পারলেও পূরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্ট্রিট লাইট, বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানে চেয়ার, টেবিল, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, ১০ কেজি, ১৫কেজি, ৩০ কেজি চাল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই আমি মনে করি জনগণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অনেক বেশি কাজ করেছি বলে মনে করি। তাই জনগণ আবারো আমাকে শতস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে?

সোহেল আহমেদ: বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগণ জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। আপনারা জানেন বর্তমানে করোনা কালীন আমরা জীবনের ঝুকি নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছি। কিন্তু বি এন পির কোন নেতা বর্গ জনগণের পাশে দাঁড়ায় নি। তাই জনগণ যাকে বিপদে পাশে পাবে তাদের বিপদে আপদে থাকবে তারা তাদের ভোট দেবে। এই জন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা কম হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারনা কেমন চালাচ্ছেন?

সোহেল আহমেদ: আমি আমার কার্যক্রমের মাধ্যেমেই নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি। আমার ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যা ৩২০০০ হাজার তাদের এবং গাংনী উপজেলার মধ্যে একটা বৃহত্তর ইউনিয়ন। তাদের সাথে কাজের মাধ্যেমে সর্ব সময় যোগাযোগ রাখি। এবং নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

সোহেল আহমেদ: আমার মটমুড়া ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে আমার ইউনিয়ন সুপরিচিত। এই ধারাবহিকতা আমি ধরে রাখবো এবং আমি আবারো নির্বাচিত হলে বাল্য বিবাহ ও মাদক মুক্ত ইউনিয়ন গড়ে তুলতে চাই।

কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হলেন মেহেরপুরের শান্তি

বাংলাদেশ কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্ষিয়ান কৃষক নেতা মহাবুব উল আলম শান্তি। মহাবুব উল আলম শান্তি মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামের মৃত. মহি উদ্দিনের ছেলে।

তিনি তার আপন চাচা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর মরহুম জমির উদ্দিনের অনুপ্রেরণায় ১৯৬৫ সাল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ছয় দফার আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর জৈষ্ঠপুত্র শেখ জামালের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে

দায়িত্ব পালন করেন। জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক থাকা কালীন ১৯৯২ সালে মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি হিসেবে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ৯২ সাল থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

ন্যায়, নীতি, সততা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণেই তিনি মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুর জেলার মুখ উজ্জ্বল করে বাংলাদেশ কৃষকলীগের সহসভাপতি মনোনীত হয়েছেন।

মহাবুব উল আলম শান্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন শেখ হাসিনাকে এবং কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং আজীবন দল ও দেশের জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

হরিণাকুন্ডুতে যুবলীগের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার ২নং জোড়াদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মিসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব মশিউর রহমান জোয়ার্দার।

এছাড়া উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ও জেলা পরিষদের সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল, জোড়াদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জহির রায়হান, হরিণাকুণ্ডু পৌর কমিশনার আবু সাইদ রুনু, আমরা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হরিণাকুণ্ডু শাখার সভাপতি সাদিক আহম্মেদ সুমন,

ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি শওকত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লা আল মামুন, ভায়না ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জোড়াদাহ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতা রুবেল হোসেন প্রমূখ।